BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : INTRODUCTION, LIST

বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ঃ যাকাত	
যাকাত ওয়াজিব হওয়া	৩
যাকাত দেওয়ার বায়'আত	৬
যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর গুনাহ	৭
যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয-এর অন্তর্ভুক্ত নয়	৮
সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করা	১১
সাদকা প্রদানে রিয়া	১১
খিয়ানত-এর মাল থেকে আদায়কৃত সাদকা আল্লাহ কবূল করেন না এবং হালাল উপার্জন থেকে আদায়কৃত সাদকাই কবূল করা হয়	১১
হালাল উপার্জন থেকে সাদকা	১২
ফেরত দেয়ার পূর্বেই সাদকা করা	১৩
জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সাদকা করে হলেও	১৪
সুস্থ কৃপণের সাদকা দেওয়ার ফযীলত	১৬
প্রকাশ্যে সাদকা করা	১৭
গোপনে সাদকা করা	১৭
সাদকাদাতা অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দিলে	১৮
অজান্তে কেউ তার পুত্রকে সাদকা দিলে	১৮
সাদকা ডান হাতে প্রদান করা	১৯
যে ব্যক্তি নিজ হাতে সাদকা না দিয়ে খাদেমকে তা দিয়ে দেওয়ার আদেশ করে	২০
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা	২১
কিছু দান করে যে বলে বেড়ায়	২২
যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সাদকা দেওয়া পছন্দ করে	২২
সাদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও সুপারিশ করা	২৩
সাধ্যানুসারে সাদকা করা	২৪
সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয়	২৪
মুশরিক থাকাকালে সাদকা করার পর যে ইসলাম গ্রহণ করে (তার সাদকা কবূল হবে কিনা?)	২৫
মালিকের আদেশে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খাদিমের সাদকা করার সওয়াব	২৬
ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাদকা করলে বা কাউকে আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে	২৬
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যে ব্যক্তি দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে	২৭
সাদকা দানকারী ও কৃপণের দৃষ্টান্ত	২৮
উপার্জিত সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্যের সাদকা	২৯

প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত	২৯
যাকাত ও সাদকা কি পরিমাণ দিতে হবে এবং যে বকরী সাদকা করে	২৯
রূপার যাকাত	৩০
পণ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাত আদায় করা	৩০
পৃথকগুলো একত্রিত করা যাবে না	৩২
দুই অংশীদার একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নিবে	৩২
উটের যাকাত	৩৩
যার উপর বিন্ত মাখায যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে	৩৩
বকরীর যাকাত	৩৪
অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না	৩৫
বকরীর বাচ্চা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা	৩৬
যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেয়া হবে না	৩৬
পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই	৩৭
গরুর যাকাত	৩৭
নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া	৩৮
মুসলিমের উপর তার কোন ঘোড়ার যাকাত নেই	৪০
মুসলিমের উপর তার গোলামের যাকাত নেই	৪০
ইয়াতীমকে সাদকা দেওয়া	৪১
স্বামী ও পোষ্য ইয়াতীমকে যাকাত দেওয়া	৪১
আল্লাহ্‌র বাণী ঃ দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে	৪৩
যাচনা থেকে বিরত থাকা	৪৪
যাকে আল্লাহ সাওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন	৪৬
সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে	৪৬
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না	৪৭
খেজুরের পরিমাণ আন্দাজ করা	৪৯
বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির ফসলের উপর 'উশর	৫১
পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই	৫২
খেজুর সংগ্রহের সময় যাকাত দিতে হবে এবং শিশুকে যাকাতের খেজুর নেওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি?	৫২
এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা	৫৩
নিজের সাদকাকৃত বস্তু কেনা যায় কি?	৫৩
নবী (সা) ও তাঁর বংশধরদের সাদকা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা	৫৪
নবী (সা)-এর সহধর্মিণীদের আযাদকৃত দাস-দাসীদেরকে সাদকা দেওয়া	৫৫
সাদকার প্রকৃতি পরিবর্তন হলে	৫৫
ধনীদের থেকে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা	৫৬
সাদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দু'আ	৫৭
সাগর থেকে সংগৃহীত সম্পদ	৫৮

রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব ৫৮
মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং যে সব কর্মচারী যাকাত উসূল করে ৫৯
যাকাতের উট ও তার দুগ্ধ মুসাফিরের জন্য ব্যবহার করা ৫৯
ইমাম নিজ হাতে যাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া ৬০
সাদকাতুল ফিতর ফরয ৬০
মুসলিম গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ৬১
সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ যব ৬১
সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খাদ্য ৬১
সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খেজুর ৬২
সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ কিসমিস ৬২
ঈদের সালাতের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ৬২
আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ৬৩
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ৬৪

অধ্যায় ঃ হজ্জ

হজ্জ ফরয হওয়া ও এর ফযীলত ৬৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ৬৮
উটের হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন ৬৮
হজ্জে মাবরুর-এর ফযীলত ৬৯
হজ্জ ও 'উমরার মীকাত নির্ধারণ ৭০
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয় ৭০
মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান ৭১
মদীনাবাসীদের মীকাত ও তারা যুল-হুলায়ফা পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে না ৭১
সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৭২
নজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৭২
মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৭৩
ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৭৩
যাতু 'ইরক ইরাকবাসীদের মীকাত ৭৩
যুল-হুলায়ফায় সালাত ৭৪
(হজ্জের সফরে) 'শাজারা'-এর রাস্তা দিয়ে নবী (সা)-এর গমন ৭৪
নবী (সা) এর বাণী ঃ 'আকীক বরকতময় উপত্যকা ৭৫
(ইহরামের) কাপড়ে খালুক লেগে থাকলে তিনবার ধোওয়া ৭৬
ইহরাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কি প্রকার কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি আঁচড়ানো ও তেল লাগাবে ৭৬
যে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বাঁধে ৭৭
যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধা ৭৮
মুহরিম ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না ৭৮

হজ্জের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা ৭৮
মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে ৭৯
ভোর পর্যন্ত যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করা ৮০
উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা ৮১
তালবিয়া-এর শব্দসমূহ ৮১
তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়ারীতে আরোহণকালে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা ৮২
সাওয়ারী আরোহীকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা ৮২
কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করা ৮৩
নিচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা ৮৩
হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ ৮৪
নবী (সা)-এর জীবনকালে তাঁর ইহরামের অনুরূপ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন ৮৫
মহান আল্লাহর বাণী ঃ হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে ৮৬
তামাত্তু' কিরান ও ইফরাদ হজ্জ করা ৮৮
হজ্জ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে ৯২
নবী (সা)-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু' ৯৩
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তা (হজ্জে তামাত্তু') হলো তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন
মসজিদুল হারামের (হারামের সীমার) মধ্যে বাস করে না ৯৩
মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করা ৯৪
দিনে ও রাতে মক্কায় প্রবেশ করা ৯৫
কোন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে ৯৫
কোন দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে ৯৫
মক্কা ও তার ঘরবাড়ির ফযীলত ৯৭
হারামের ফযীলত ১০০
কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির ও যমীনের উত্তরাধিকার বানান, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং
বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার ১০০
নবী (সা)-এর মক্কায় অবতরণ ১০১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! এই (মক্কা নগরীকে)
আপনি নিরাপদ করুন ------ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ১০২
মহান আল্লাহর বাণী ঃ পবিত্র কা'বাঘর ও পবিত্র মাস আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ...
করেছেন সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ ১০২
কা'বাঘরের গিলাফ পরানো ১০৩
কা'বাঘর ধ্বংস করে দেওয়া ১০৪
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা ১০৪
কা'বাঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা'বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা সালাত আদায় করা ১০৫
কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করা ১০৫
কা'বার ভিতরে যে প্রবেশ করেনি ১০৬

কা'বাঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা	১০৬
রমলের সূচনা কিভাবে হয়	১০৭
মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন ও স্পর্শ) করা এবং তিন চক্করে রমল করা	১০৭
হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফে) রমল করা	১০৭
ছড়ির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা	১০৯
যে কেবল দুই ইয়ামানী রুকনকে ইস্তিলাম করে	১০৯
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা	১০৯
হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তার দিকে ইশারা করা	১১০
হাজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা	১১০
মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, তার পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া	১১১
পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা	১১২
তাওয়াফ করার সময় কথা বলা	১১৩
তাওয়াফের সময় রজ্জু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় অন্য কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে	১১৪
বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ্জ করবে না	১১৪
তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে	১১৪
নবী করীম (সা) তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন	১১৫
প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর 'আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া	১১৫
তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা	১১৬
তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মাকামে ইবরাহীমের পেছনে আদায় করা	১১৬
ফজর ও আসর-এর (সালাতের) পর তাওয়াফ করা	১১৭
অসুস্থ ব্যক্তির সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা	১১৮
হাজীদের জন্য পানি পান করানো	১১৮
যমযম প্রসঙ্গ	১১৯
হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ	১২০
উযূসহ তাওয়াফ করা	১২২
সা'ফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে	১২৩
সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা	১২৪
ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা এবং বিনা উযূতে সা'ফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা	১২৬
মক্কার অধিবাসী এবং হজ্জ তামাত্তু' আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এ ছাড়া অন্যান্য স্থান	১২৯
যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের সালাত আদায় করবে	১২৯
মিনায় সালাত আদায় করা	১৩০

আরাফার দিনে সাওম	১৩১
সকালে মিনা থেকে 'আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা	১৩১
'আরাফার দিনে দুপুরে (উকূফের স্থানে) যাওয়া	১৩১
'আরাফায় সাওয়ারীর উপর উকূফ করা	১৩২
'আরাফায় দুই সালাত একসাথে আদায় করা	১৩৩
'আরাফার খুতবা সংক্ষিপ্ত করা	১৩৩
ওকূফের স্থানে জলদি যাওয়া	১৩৪
'আরাফায় ওকূফ করা	১৩৪
'আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি	১৩৫
'আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ	১৩৫
('আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সা) ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন	১৩৬
মুযদালিফায় দু'ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা	১৩৭
দু'ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা এবং এ দুয়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করা	১৩৮
মাগরিব ও 'ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া	১৩৮
যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকূফ করে ও দু'আ করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর আগে পাঠাবে	১৩৯
মুযদালিফায় ফজরের সালাত কোন্ সময় আদায় করবে	১৪১
মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে	১৪২
কুরবানীর দিন সকালে জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সাওয়ারীতে পেছনে বসানো	১৪২
(আল্লাহর বাণী ঃ) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে..... হারামের বাসিন্দা নয়	১৪৩
কুরবানীর উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া	১৪৪
যে ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়	১৪৫
রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করা	১৪৬
যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে ইশ'আর এবং কিলাদা করে পরে ইহরাম বাঁধে	১৪৭
উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান	১৪৮
কুরবানীর পশু ইশ'আর করা	১৪৮
যে নিজ হাতে কিলাদা বাঁধে	১৪৯
বকরীর গলায় কিলাদা পরানো	১৪৯
পশমের তৈরী কিলাদা	১৫০
জুতার কিলাদা ঝুলান	১৫০
কুরবানীর উটের পিঠে আবরণ পরানো	১৫১
যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে	১৫১
স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী কর্তৃক কুরবানী করা	১৫২

মিনাতে নবী (সা)-এর কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা	১৫৩
যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানী করে	১৫৩
উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানী করা	১৫৪
উট দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা	১৫৪
কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছু কসাইকে দেওয়া যাবে না	১৫৫
কুরবানীর জানোয়ারের চামড়া সাদকা করা	১৫৫
কুরবানীর জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদকা করা	১৫৬
(আল্লাহর বাণী ঃ) এবং স্মরণ করুন যখন আমি ইবরাহীমের জন্য.... তার জন্য এই-ই উত্তম	১৫৬
মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা	১৫৮
ইহরামের সময় মাথায় আঠাল বস্তু লাগান ও মাথা কামানো	১৫৯
হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা	১৬০
'উমরা আদায়ের পর তামাত্তু'কারীর চুল ছাটা	১৬১
কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা	১৬২
ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে	১৬২
জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া	১৬৩
মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান	১৬৪
(হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্য লোকদের (উযরবশত) মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করা	১৬৭
কংকর মারা	১৬৭
বাতনু ওয়াদী থেকে কংকর মারা	১৬৮
জামরায় সাতটি কংকর মারা	১৬৮
বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারা	১৬৯
প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা	১৬৯
জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা	১৭০
অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান	১৭০
নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে উভয় হাত তোলা	১৭০
দুই জামরার কাছে দাঁড়িয়ে দু'আ করা	১৭১
কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো	১৭২
বিদায়ী তাওয়াফ	১৭২
তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোন মহিলার হায়েয আসে	১৭৩
(মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে আসরের সালাত আদায় করা	১৭৫
মুহাস্সাব	১৭৬
মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলায়ফার বাতহাতে অবতরণ	১৭৬
মক্কা থেকে ফিরার সময় যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা	১৭৭

(হজ্জের) মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা ১৭৭
মুহাস্‌সাব থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া ১৭৮
'উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত ১৭৯
যে ব্যক্তি হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করল ১৭৯
নবী (সা) কতবার 'উমরা করেছেন ১৮০
রমযান মাসে 'উমরা আদায় করা ১৮২
মুহাস্‌সাবের রাতে এবং অন্য সময়ে 'উমরা করা ১৮২
তান'ঈম থেকে 'উমরা করা ১৮৩
হজ্জের পর 'উমরা আদায় করাতে কুরবানী ওয়াজিব হয় না ১৮৫
কষ্ট অনুপাতে 'উমরার সওয়াব ১৮৫
উমরা আদায়কারী 'উমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে তা কি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে ১৮৬
হজ্জে যে কাজ করা হয় 'উমরাতেও তাই করবে ১৮৭
'উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে ১৮৯
হজ্জ, 'উমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু'আ) বলবে ১৯১
আগমনকারী হাজীদের খোশ-আমদেদ জানান এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া ১৯২
সকালে বাড়ি পৌছা ১৯২
বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা ১৯২
শহরে পৌছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না ১৯২
মদীনা পৌছে যে ব্যক্তি তার উটনী দ্রুত চালায় ১৯৩
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর ১৯৩
সফর 'আযাবের একটি অংশ ১৯৪
মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও করে শীঘ্র বাড়ি ফেরা ১৯৪
পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময় ১৯৫
'উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় ১৯৫
হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ১৯৭
বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা ১৯৭
যার মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয় ১৯৮
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয়----- ফিদ্‌য়া দিবে ১৯৯
মহান আল্লাহর বাণী ঃ অথবা সাদকা অর্থাৎ ছয় জন মিসকীনকে খাওয়ানো ১৯৯
ফিদ্‌য়ার দেয় খাদ্য অর্ধ সা' পরিমাণ ২০০
নূসুক হলো বকরী কুরবানী ২০০
মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্ত্রী সম্ভোগ নেই ২০১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ হজ্জের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই ২০১
শিকার জন্তু এবং অনুরূপ কিছুর বিনিময় ২০২
মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে ২০২

মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তিরা তা বুঝে ফেলে	২০৪
শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না	২০৫
ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয়	২০৬
মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবূল করবে না	২০৬
মুহরিম ইহরাম অবস্থায় কি কি প্রাণী বধ করতে পারে	২০৭
হারাম শরীফের কোন গাছ কাটা যাবে না	২০৮
হারমের কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না	২০৯
মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ	২১০
মুহরিমের জন্য সিংগা লাগান	২১১
ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা	২১১
মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ	২১২
মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা	২১৩
চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা	২১৪
লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরিধান করবে	২১৪
মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা	২১৫
মক্কা ও হারম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা	২১৫
অজ্ঞাতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে	২১৬
মুহরিম ব্যক্তির 'আরাফাতে মৃত্যু হলে	২১৭
ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান	২১৮
মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা মানত আদায় করা	২১৮
যে ব্যক্তি সাওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা	২১৮
পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা	২১৯
বালকদের হজ্জ আদায় করা	২২০
মহিলাদের হজ্জ	২২১
যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মানত করে	২২৩

মদীনার ফযীলত

মদীনা হারম হওয়া	২২৪
মদীনার ফযীলত, মদীনা (অবাঞ্ছিত) লোকদের বহিষ্কার করে দেয়	২২৫
মদীনার অপর নাম তাবা	২২৬
মদীনার কংকরময় দু'টি এলাকা	২২৬
যে ব্যক্তি মদীনা থেকে বিমুখ হয়	২২৬
ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে	২২৭
মদীনাবাসীর সাথে প্রতারণাকারীর পাপ	২২৮
মদীনার প্রস্তর নির্মিত দুর্গসমূহ	২২৮
দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না	২২৮
মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়	২৩০

পরিচ্ছেদ	২৩১
মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করা নবী করীম (সা) অপছন্দ করতেন	২৩১
পরিচ্ছেদ	২৩২

অধ্যায় ঃ সাওম

রমযানের সাওম ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে	২৩৭
সাওমের ফযীলত	২৩৮
সাওম (গোনাহের) কাফফারা	২৩৯
সাওম পালনকারীর জন্য রায়্যান	২৩৯
রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে	২৪০
চাঁদ দেখা	২৪১
যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে	২৪১
নবী (সা) রমযানে সর্বাধিক দান করতেন	২৪২
সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা	২৪২
কাউকে গালি দেয়া হলে সে কি বলবে, আমি তো সাওম পালনকারী	২৪৩
অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর আশংকা করে তার জন্য সাওম	২৪৩
নবী করীম (সা)-এর বাণী ঃ যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম শুরু করবে	
আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে	২৪৪
ঈদের দুই মাস কম হয় না	২৪৫
নবী (সা)-এর বাণী ঃ আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না	২৪৬
রমযানের এক দিন বা দু দিন আগে সাওম শুরু করবে না	২৪৬
মহান আল্লাহর বাণী ঃ সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে	২৪৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কাল রেখা থেকে ভোরের	
সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়	২৪৮
নবী (সা)-এর বাণী ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহ্‌রী থেকে বিরত না রাখে	২৪৯
সাহ্‌রী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা	২৪৯
সাহ্‌রী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ	২৫০
সাহ্‌রীতে রয়েছে বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়	২৫০
যদি কেউ দিনের বেলা সাওমের নিয়ত করে	২৫১
জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া	২৫১
সায়িম কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা	২৫২
সায়িমের চুমু খাওয়া	২৫৩
সায়েম পালনকারীর গোসল করা	২৫৪
সাওম পালনকারী যদি ভুলবশত আহার করে বা পান করে ফেলে	২৫৫
সায়িমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিস্‌ওয়াক ব্যবহার করা	২৫৫
নবী করীম (সা)-এর বাণী ঃ যখন উযূ করবে তখন নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নিবে	২৫৬
রমযানে সহবাস করা	২৫৭

যদি রমযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে	২৫৭
রমযানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফফারা	
থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে	২৫৮
সাওম পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা	২৫৯
সফরে সাওম পালন করা ও না করা	২৬০
রমযানের কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে	২৬১
প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সম্পর্কে	
নবী (সা)-এর বাণী ঃ সফরে সাওম পালন করায় নেকী নেই	২৬২
সিয়াম পালন করা ও না করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর সাহাবীগণ একে অন্যের	
প্রতি দোষারোপ করতেন না	২৬২
সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়	২৬৩
এ (রোযা) যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য	২৬৩
রমযানের কাযা কখন আদায় করা হবে	২৬৪
ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে	২৬৫
সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়	২৬৬
সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা হালাল	২৬৭
পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে	২৬৮
ইফতার ত্বরান্বিত করা	২৬৮
রমযানের ইফতারের পরে যদি সূর্য দেখা যায়	২৬৯
বাচ্চাদের সাওম পালন করা	২৬৯
সাওমে বেসাল (বিরতিহীন সাওম)	২৭০
যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান	২৭১
সাহরীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা	২৭২
কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে	২৭২
শা'বান (মাস)-এর সাওম	২৭৩
নবী (সা)-এর সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা	২৭৪
(নফল) সাওমের ব্যাপারে মেহমানের হক	২৭৫
নফল সাওমে শরীরের হক	২৭৫
পুরো বছর সাওম পালন করা	২৭৬
সাওম পালনের ব্যাপারে পরিজনের হক	২৭৭
একদিন সাওম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া	২৭৮
দাঊদ ('আ)-এর সাওম	২৭৮
আইয়ামুল বীয ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (এর সাওম)	২৮০
কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) সাওম ভঙ্গ না করা	২৮০
মাসের শেষ ভাগে সাওম পালন করা	২৮১
জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা	২৮১

সাওম পালনের (উদ্দেশ্যে) কোন দিন কি নির্দিষ্ট করা যায় ২৮২
'আরাফাতের দিনে সাওম পালন করা ২৮৩
ঈদুল ফিতরের দিনে সাওম পালন করা ২৮৩
কুরবানীর দিন সাওম পালন ২৮৪
আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করা ২৮৫
'আশূরার দিনে সাওম পালন করা ২৮৬

অধ্যায় ঃ তারাবীহর সালাত

কিয়ামে রমযান-এর (রমযানে তারাবীহর সালাতের) ফযীলত ২৯১
লাইলাতুল কাদ্‌র-এর ফযীলত ২৯৩
(রমযানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদ্‌রের সন্ধান কর ২৯৪
রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদ্‌র সন্ধান করা ২৯৫
মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কাদ্‌রের সুনির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া ২৯৭
রমযানের শেষ দশকের আমল ২৯৭

অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ

রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ এবং ই'তিকাফ সব মসজিদেই হয় ৩০১
ঋতুবতী নারী কর্তৃক ই'তিকাফকারীর চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া ৩০২
প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী (তার) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না ৩০২
ই'তিকাফকারীর (মাথা) ধৌত করা ৩০৩
রাতে ই'তিকাফ করা ৩০৩
নারীদের ই'তিকাফ করা ৩০৩
মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবু খাটানো ৩০৪
কোন প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী কি মসজিদের দরজা পর্যন্ত বের হতে পারেন ৩০৫
ই'তিকাফ এবং নবী (সা) কর্তৃক (রমযানের) বিশ তারিখ সকালে বেরিয়ে আসা ৩০৫
মুস্তাহাযা (প্রদর স্রাবযুক্ত) নারীর ই'তিকাফ করা ৩০৬
ই'তিকাফ অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাত করা ৩০৬
ই'তিকাফকারীর নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করা ৩০৭
ই'তিকাফ হতে সকাল বেলা বের হওয়া ৩০৮
শাওয়াল মাসে ই'তিকাফ করা ৩০৯
যিনি ই'তিকাফকারীর জন্য সাওম পালন জরুরী মনে করেন না ৩০৯
জাহিলিয়্যাতের যুগে ই'তিকাফ করার মানত করে পরে ইসলাম কবূল করা ৩১০
রমযানের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করা ৩১০
ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করে পরে কোন কারণে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভাল মনে করা ৩১০
ই'তিকাফকারী মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে তার মাথা ঘরে প্রবেশ করানো ৩১১